ছোটগল্প ঃ কুরোসওয়ার রশোমন এবং একজন দর্শক

রানা মুখোপাধ্যায়

জাপানী চলচ্চিত্রের ধারাটিকে আমূল বদলে দিলেন কুরোসাওয়া তার 'Rashomon' র মাধ্যমে । ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব-এ উপস্থিত সমঝাদারেরা মুগ্ধ হয়ে গেলেন । OZU, Mizoguchi' র মত প্রতিভাবান চলচ্চিত্রকারের সৃষ্টিশীলতা নিয়ে এতদিন মাথা বিশেষ ঘামাননি কেউ । যদিও তাদের চিত্রভাবনায় প্রতীচ্যের form বা আঙ্গিক সম্পূর্ণ উপেক্ষিতই ছিল । কুরোসাওয়া কিন্তু তার পূর্বসূরীদেরথেকে এক্ষেত্রে গেলেন । জাপানী চলচ্চিত্রের ধারায় তিনি সংযোজন করেলেন একটি নতুন মাত্রা । প্রচলিত জাপানী ধারণাকে তিনি ভেঙে দিলেন -- ছবিতে এল গতি যেটা মার্কিন সিনেমার প্রভাব, তারই প্রেক্ষিতে জাপানী Content (Rashomon' র ভিত্তি দুটি বিষাদময় গল্প যা আমরা পরে আলোচনা করব) পেল নতুন রূপ । চির বিষাদের কারাগাল থেকে মুক্ত হল জাপানী সিনেমা । চরিত্র নির্মণে প্রাধান্য পেল প্রক্সব্ধন্নন্ধ । ফলত ঃ -- " he suggests the environment, the context, of every action. One of the effects of this is that Kurusawa's world is a private one, that is uniquely his own" –(Japanese Cinema, Donald Richie) তবে এটাও ঠিক কুরোসওয়ার কাছে জাপানী ব্ধক্ত্রস্তন্দ্ধনস্ক ছিল একটা living reality, তাই তিনি তার বিদ্ধচারণ করলেও তাকে উপেক্ষা করেন নি । এই জন্য তিনি ক্যামেরার পরিচালায় প্রতীচ্যের ভাবনাকে গ্রহণ করে তাকে মিশিয়ে দিলেন জাপানী কাবুকি ও নো নাটকের (জাপানের জনপ্রিয় নাটক, সঙ্গীত তার প্রাণ আর এই নাটকে অভিনয় করে শুধুমাত্র পুষ অভিনেতারা) অভিনয় রীতির সঙ্গে, জাপানী শিল্প কলাও (উডকাঠের চিত্রকলা ও কম্পোজিশন) সেখানে উপেক্ষিত থাকেনি আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল চরিত্রের উপন্যাসসুলভ ব্ধিষেণ (বিষয় চলচ্চিত্র -- সত্যজিত রায় পৃঃ- ১৯) তাই করোসাওয়ার সমালোচকরা যতই 'Western' প্রভাব তার চিত্রভাষায় দেখুন না কেন-- একথা বলা বোধ হয় অযুক্তির হবে না যে, কুরোসওয়া যেমন এক অভিনব চিত্রভাষা তৈরিতে' সক্ষম হলেন, তেমনই তার therme'র শিকড় রইল স্বদেশের মাটিতে--তাই প্রতীচ্যের প্রভাব তার প্রকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি । জাপানের মানুষের হতাশা (যা এট্যমবোমা বিস্ফোরণেরই প্রতিফল ?)----------- সেই হতাশা থেকে ব্ধাস হীনতা- আবার সেই Negativve অবস্থান থেকে বেরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা-- এ সমস্তটাই মানবিক - Pilgrim's Progress । তাই সমস্ত আঞ্চলিকতা অতিক্রম করে দেশকালের সীমানা পেরিয়ে সার্বজনীন বোধে উত্তোরিত হয় তার চিতভাবনা তথা শিল্পকর্ম, মহান শিল্পের সেটাই লক্ষণ । অতীতের গ্লানি থেকে আলোকিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাএয়ার প্রেরণায় অংশীদার এই পৃথিবীর সকল মানুষ । Rashomon যেন সেই মানুষেরই হয়ে ওঠার গল্প ।

Rashomon ছবিটি 'Ryunosuke Akutagawa'র দুটি গল্পের (In a grove এবং Rashomon) উপর ভিত্তি করে তৈরি । দুটি গল্পকে, পরিবেশ এবং প্রবৃত্তির নিরিখে মেশানো হয়েছে । " In a grove" -- গল্পটি বিচারালয়ের সামনে লোকের দেওয়া জবানবন্দি মাত্র । ঘটনা এখানে দুটি --ধর্ষণ এবং হত্যা । চরিত্র --(১) কাঠুরে (wood cutter) (২) একজন বৌদ্ধ পুরোহিত । (৩) একজন পুলিশ । (৪) একজন বৃদ্ধা, ধর্ষিতা রমণীর মা (৫) দস্যু । (৬) ধর্ষিতা রমণী --(৭) ধর্ষিতা রমণীর মৃত স্বামী -- যার আত্মকাহিনী বিবৃত হচ্ছে Medium'র মাধ্যমে । ঘটনা এরকম- একজন সামুরাই ও তার পত্নী Wakasa যাচ্ছিল । Tajomaru নামে এক দস্যু -- সামুরাই পত্নীর রূপে প্রলুদ্ধ হয়ে তাকে ধর্ষণ করে ও সামুরাইকে হত্যা করে । লেখক এখানে Observer মাত্র । আত্মকথন এর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে পড়ছে মানুষের সম্পর্কের শিথিলতা--যার ভিত্তি Passion এবং প্রতিক্রিয়া ন্সপ্তপ্তন্দ্ধ

দ্বিতীয় গল্পটিতে অর্থাৎ Rashomon -এ রহয়েছে নৈরাশ্যব্যঞ্জক একটি অবস্থা । Rashomon আসলে জাপানের প্রাচীন রাজধানী Kyoto'র বৃহত্তম gave । "106 feet wide and 26 feet deep. And was topoed with a ride-pole. Its stone wall rose 75 feet high." জাপানের রাজধানী যখন Kyoto তে স্থানান্তরিত হয় ৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তখন এই gate তৈরি হয়েছিল । কিন্তু পশ্চিম Kyoto'র অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এই Gate ভেঙে পড়ে এবং তা হয়ে ওঠে চোর বদমাসের আড্ডা আর বেওয়ারিশ লাশ ফেলার যায়গা । এহেন Rashomon gate -এ গল্পের শু । তখন বিকেল । বৃষ্টি পড়ছে অঝোর ধারায় । ভূমিকম্পে, ঘূর্ণিঝড়ে-আগুনে Kyoto পতনোন্মুখ, একজন ভৃত্য বসে আছে । তার কাজ চলে গেছে । সে জানে না যে আগামীকাল কি করে বাঁচবে । সে ঠিক করল সে চোর হবে । এবং গল্পটা তার চোর হয়ে ওঠারই কাহিনী । গল্পের মধ্যে বীভৎসতা চরমে ওঠে যখন এরকম একটি দৃশ্যের অবতারণা ঘটে ।

ব্ধব্দড়ন্সপ্নস্ক এর দোতলায় সেই ভৃত্যটি একটি বৃদ্ধাকে দেখে যে একটি মৃতদেহের মাথা থেকে চুল তুলছিল পরচুলা (Wig) তৈরি করবে বলে । সেই বৃদ্ধাই জ

ানাল যে, যে মৃতা মেয়েটির চুল সে তুলছিল সেই মেয়েটি সৈন্যদের শিবিরে কেটে শুকনো সাপ মাছ বলে বিক্রী করত। বলাবাহুল্য সে এটা বাঁচার জন্যই করত। না করলে বাঁচত না। ভৃত্যটি ভাবল অনাহারে না মরতে হলে তাকে চুরি করতেই হবে। অতএব সে বৃদ্ধার পরনের কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল। তারপরে সুধুই অন্ধকার --Unknowing and unknown. এই দুটি গল্পের এটাই Observation এই Observat-ion- এর মধ্যে যেন লেখকের আত্মপ্রকৃতিও দৃশ্যমান। সমালোচকের ভাষায় ঃ-- ''He was brilliand, sensitive, cynical, neurotic .... his early suicide only hightens the protrait of a modern japan-ese intellectual, the double victim of an unsympathetic society and a split culture" In a grove এ মানুষের Passion, তার রিপুতাড়না, তার বিশ্বাসহীনতাকে Rashomon এর নাগরিক তথা নৈতিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে স্থাপন করলেন কুরোসাওয়া। Rashomon ভেঙে পড়া এবং জাপানী জনজীবনের অবনয়ন সমার্থক। Rashomon এর বিপর্যস্ত নিরাপত্তাহীন জীবনযাপন, (যা মানুষকে চোর তৈরি করে) তুলে নিয়ে 'In a grove' এর জটিলতায় মিশিয়ে দেওয়া হল। বৃষ্টি এবং চৌর্য্য বৃত্তি এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের শিথিলতা মিশে গিয়ে তৈরি হল কে তীব্র জটিলতা যাকে আধুনিক মানুষ অনায়াসে পররাষ্ট্রের হিংস্র আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া বলতে পারে। কিন্তু মানুষ তো এই চরম নৈরাশ্যের মধ্যে বাঁচতে পারে না এখানে শিল্পী পথপ্রদর্শক - অতএব গল্পকারের কাছে ঋণী হলেও যে Epilogue এই গল্প দুটিতে করোসোওয়া সংযোজন করলেন তা একেবারে তাঁর নিজস্ব।

এই দুটি গল্পকে কুরোসাওয়া সাজালেন নিজের ভঙ্গীতে 'In a grove' গল্পের বৃদ্ধার চরিত্রটি বাদ গেল - কুঠুরের চরিত্রটি একটি নতুন dimension পেল যাতে জাপানের জমনানসের প্রতিনিধি রূপে ছবিতে তার অবস্থান। মানুষের তথাকথিত সামাজিক সম্পর্কের শিথিলতা গুলি প্রকাশ পেলে যেটা গল্পকারেরও উদ্দেশ্য ছিল। (IKIRU ছবিটিতেও এরকম সম্পর্কের টানাপোড়েন। Wantonbe'র সঙ্গে তার পুত্র ও পুত্রবধূর সম্পর্কটি লক্ষনীয়) Rashomon গল্পের হতাশা তথা নৈরাশ্য মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয় এ ছবিতেব বর্তমান। এ ছবির ছিঁচকে চোরটি তার উদাহরণ। Moral Values সে পাত্তাই দেয় না। অতি সহজেই পরিত্যক্ত নবজাতকের পোষাক চুরি করে নিতে পারে সে। মনে কন Rashomon র ভৃত্যকে যে বৃদ্ধার পরনের কাপড় ছিঁড়ে নিচ্ছে। এখানে কাজ করছে ভৃত্যের Motive, সেটা হচ্ছে বাঁচা- ছবির আর ত্মব্দড়ঙ্গপ্পঙ্গ গল্পের ভৃত্যটি Identical। চরিত্রগঠনে Motive সম্পর্কে সচেতন করোসাওয়া -- "He shows character by presenting what motivates the character" (Donald Richie-Page-197) কিন্তু Akutagawa যেখানে শেষ করলেন করোসাওয়া সেখানে থেমে গেলেন না। উপন্যাসিক কুশলতায় তিনি গল্পকে সাজালেন। দৃশ্য ও গল্পের অদ্ভুত নির্ম্মাণে আমরা Russian classics মনে না করে পারি না। বিশেষত তলস্তয় আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখেন। এবং film এর development বর্ণনা করতে আমরা উদ্ধৃতি দিয়ে ফেলি ঃ ট্ট ব্ধজন্দন্দ ঋজপ্সভ্রব্দ ত্তম্মা স্সব্ধ স্তুপ্সভ্রু ব্ধড়ন্দ ব্দব্ধপ্সন্তুন্সব্দ প্পত্তব্দব্ধ স্থ্ব ন্দ্রজপ্সপ্প ব্ধড়ন্দত্রব্ধন্দ ত্তম্মাভ্রজস্তুব্দ জ্ঞ- ছথব্ভজ ন্দ্রনপুপ্পব্দ, ব্ধড়ন্দনজ ন্দ্রনপুপ্পব্দ স্তুত্রব্ধত্রন্দনব্ধ ত্মপ্সজ্ঞ। এটাই শিল্পের হয়ে ওঠার Eastern style.

এবার দেখা যাক গল্পগুলির উপন্যাস সুলভ উপস্থাপনা এবং দৃশ্যের ক্রমিক Progress যা কুরোসাওয়ার অভিনব ভাষার Model স্বরূপ। ছবির প্রথম দৃশ্যে বৃষ্টি- প্রবল। সময় বিকেল। (বৃষ্টির প্রাবল্য সম্পর্কে পরিচালকের বক্তব্য ঃ-- Ileke extremes because I find them most alive : S Roy- Page- 183) নিরাশ Wood cutter, হতাশ পুরোহিত। কাঠুরে তথা গ্রামবাসী বলছে সে জীবনে আনেক দুর্বিপাক দেখেছে কিন্তু একটা হতাশ কখনও হয় নি। মনে রাখা দরকার এই দৃশ্যের spot কিন্তু Rashomon gage. এই wood cutter এর গল্প সমস্ত গল্পগুলিকে এক সূত্রে বাঁধছে। তার নৈরাশ্য যেন জাপানী জনজীবনের প্রতিক্রিয়া - যেন বোমা বিধবস্ত জাপানী জনমানসেরই প্রতিবিম্বন। গল্পের শু এখানেই।

১। এই দৃশ্যে Wood cutter এর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলা ধীর লয়ে। ঘন জঙ্গলের গাছের ভিতর দিয়ে রোদের প্রকাশ অনবদ্য ক্যামেরার চোখে রেখে। ক্যামেরা অনুসরণ করে কাঠুরেকে। কার ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলা, কাঁধে কুডুল-- জীবন যাত্রার একটা দিক যেন পরিস্ফুট, যার নাম মগ্নতা। কবিগুর জাপানযাত্রীর চা পানের দৃশ্যটি মনে কন পাঠক। কিন্তু একটি মৃতদেহ দর্শনেই তার মগ্নতায় ধাক্কা লাগে। দৃশ্যে আসে গতি। যেন গতির contrast। সে ভীত -- সে দৌড়াচ্ছে-ভীতিবিহ্বল দৌড়-হাত থেকে কুডুল পড়ে যাচ্ছে-- দৃশ্যাবলী ধাবমান। ক্যামেরার অবিরাম দৌড়-- গতির তীব্রতা। 'সিনেমার জোরটা যে আসে ধবনির আবহ ও দৃশ্যগত ইমেজের সঠিক বেণীবন্ধনে' (কুরোসাওয়ার আত্মজীবনা থেকে)' এই মগ্নতা এবং অস্থিরতার Juxtapposition একটা ইঙ্গিত তো বটেই। শুতেই climax (দৃশ্যনির্ম্মাণে করোসাওয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বি যেন। মনে কন IKIRU' র তুষারাচ্ছিাদিত পার্কে wantonbe' র দোলনা চড়া ও গান - seven Samurai' র কনিষ্ঠ যোদ্ধার ফুল বিছানো পথের উপর দিয়ে দুহাত তুলে ছুটে যাওয়া যেন সে উড়ছে যেন সে উড়ছে যেন চলমান কবিতা)।

পরবর্তী দৃশ্য ঃ বিচারালয় -- বিচারককে দেখা যাচ্ছে না- দড়ি বাঁধাদস্যু -- তার অভিব্যক্তিতে বিস্রতার আভাস-- সিংহকে খাঁচায় বন্ধ করে রাখলে যেমন অবস্থা হয় অনেকটা সেরকম (Toshiro Mifune- এর অনবদ্য অভিনয়)। গাছের তলায় ঘুমিয়ে থাকা দস্যুর চোখ খোলা - তার গায়ের ওপর মশা মারা - ঘোড়ার পিঠে বসা সামুরাই'র স্ত্রীর মুখের উপর ওড়নার হঠাৎ হাওয়ায় উড়ে যাওয়া - তার সাদা পোষাকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা হাতের জলস্পর্শ - দৃশ্যের কাব্যময়তা - এবং এ সমস্ত দৃশ্যের দস্যুর ওপর প্রতিক্রিয়া - কামনাতাড়িত হয়ে উঠেছে সে। বিচারালয়ের সামনে দেওয়া জবানবন্দি এরকম ঃ সামুরাইকে সে ভুলিয়ে পাহাড়ের মাথায় নিয়ে যায় এবং কৌশলে বেঁধে ফেলে এবং সামুরাইকে হত্যা করতে প্ররোচিত করে - কারণ এক নারী একই সঙ্গে দুটি পুষকে বরণ করে নিতে পারে না। অতএব যুদ্ধ। যুদ্ধের দৃশ্যগুলি মনে রাখবার মত। আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ-চিৎকার-Position নেওয়া - সমস্ত কিছুতেই যেন যুদ্ধনিপুন একটি জাতির আত্মপ্রকাশ। এই যুদ্ধে সামুরাই এর মৃত্যু হয়। এবং এই স্বীকারোক্তি থেকে একথা উঠে আসে যে, যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তাতে হত্যা ছাড়া উপায় ছিল না। বলাবাহুল্য সমস্ত কাহিনীগুলোতেই হত্যা যেন অনিবার্য, Reasonable.

পরের দৃশ্যও বিচারালয় -- এবং বিচারক অদৃশ্য। এখানে সাক্ষ দিচ্ছে সেই ধর্ষিতা রমণী। তার শরীর পোশাক সব কিছুতেই শোকের ছাপ। 'কাল রাতে যেন ঝড়

বয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে' । তার কাহিনী এমন- দস্যু তাকে ফেলে চলে গেলে - সে দেখে তার স্বামীর চোখে এক অদ্ভুদ দৃষ্টি যা তার অন্তর চিরে ফেলে । ক্যামের ার চোখে এখানে প্রতীয়মান -- স্থির দুটি ঠান্ডা চোখ -- সেই চোখে ছিল ঘৃণা - লজ্জা - ক্রোধ - এই অনুভূতির নির্বাক প্রকাশ তার দৃষ্টিতে, যা মেয়েটি সহ্য করতে না পেরে চেতনা হারিয়ে ফেলে এবং যখন তার জ্ঞান ফেরে তখন দেখে তার ছুরি তার স্বামীর বুকে গাঁথা ।

অতঃপর Witchcraft. "The extremely Powerful Scence" -- আলো সেখানে বিবর্ণ । ক্যামেরার চোখে ফাঁকা মাঠ -- দুপাশ থেকে বয়ে অ াসা ঝোড়ো হাওয়া -- সাদা কাপড় পরা Medium, তার কপালে বলিরেখা, সে ঘুরছে -- তার কাপড় উড়ছে হাওয়ায় -- অদ্ভুত detailing তার গল্প কথা বলে ওঠে সামুরাই । তার অবস্থান অন্ধকারে । সে জানায় দস্যু কর্তৃক ধর্ষিত হবার পর তার স্ত্রী দস্যুর সঙ্গে চলে যেতে যায়- এবং সামুরাইকে হত্যা করতে দস্যুকে প্ররোচিত করে । দস্যু অবশ্য তাকে হত্যা না করেই চলে যায় । তারা চলে যাবার পর দুঃখে শোকে লজ্জায় -- সামুরাই স্ত্রীর ছুরি দিয়ে আত্মহত্যা করে, এখন তার অবস্থান অন্ধকার । সেই অন্ধকার কী জাপানী জনমানসের নাগরিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে অথবা লেখকের মানস ?

এরপর কাঠরেট জানায় সেই আসলে সত্য ঘটনাটি দেখেছে । এটিই গল্পের সেষাংশ । এ গল্পে একটি নতুন সংযোজন থাকে, যা ওপরের গল্প দুটিতে থাকে না । এ গল্পের শুতেই কাঠুরে জানায়, সে আসল ঘটনা দেখেছিল । দৃশ্যটা এরকম - মেয়েটি কাঁদছে - দূরে গাছের তলায় তার স্বামী দড়িবাঁধা -- আর মেয়েটির পাশে বসে অনুনয়রত দস্যু (bandit) । সে জানায়, সে দস্যুতা ছেড়ে দিয়ে কায়িক পরিশ্রমের রাস্তা বেছে নেবে - সে নিজেকে সংশোধন করে নেবে-- যদি মেয়েটি তার সঙ্গে যায় । উত্তরে সামুরাই'র স্ত্রী তার স্বামীকে বন্ধনমুক্ত করে দেয় । এবং এখানে চমকে উঠি আমরা -- বন্ধন মুক্ত সামুরাই বলে ওঠে, এরকম একটি মেয়েছেলের জন্য সে জীবনের ঝুকি নিতে রাজী নয় -- দস্যু তাকে নিয়ে যেতে পারে । বলাবাহুল্য এটি কুরোসাওয়ার addition মুলগল্পে এ পরিস্থিতি নেই - গল্পের ভিতরের সম্ভাবনাকে এভাবেই বাস্তবে নিয়ে আসা হল বলাবাহুল্য Character building এর স্বার্থেই । ("আমি খুব যত্ন নিয়ে পড়া শু করি ও নিজেকে প্রশ্ন করতে থাকি লেখক ঠিক কি বলতে চাইছেন" কুরোসওয়ার আত্মজীবনী থেকে) । এখানে কুরোসওয়া উন্মুক্ত করে দেন ধর্ষিতা মেয়েটির অন্তরের যন্ত্রণাকে । সে বলে -- সামুরাই তাকে দস্যুর হাত থেকে বাঁচোতে পারেনি । traditional পৌষ এর ভিত্তিকে ও সে মাড়িয়ে দেয় । কারণ সে বলে, নারীকে জয় করতে হয় হৃদয় দিয়ে তরবারি দিয়ে নয় । এবং তার বাক্যবাণে জর্জরিত পুষেরা (সামুরাই ও দস্যু) তরবারি কোষ মুক্ত করে । এবং যুদ্ধে সামুরাই নিহত হয় ।

এইভাবে একই গল্পকে বারাবর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে -- গল্পের মূল নির্য্যাসে পৌঁছতে চাইছেন কুরোসাওয়া মনসমীক্ষকের ভঙ্গীতে । এবং এইভাবে এই গল্পগুলিতে প্রতিফলিত হচ্ছে বিশেষ নৈতিক অবক্ষয় যখন মানুষের সামাজিক সম্পর্কগুলি হাস্যকরভাবে শিথিল । Akutagawa'র Observation- এ প্রাচীন জাপানের নাগরিক অবক্ষয় । কিন্তু কুরোসাওয়ার এই ছবি পঞ্চাশের দশকে তৈরি যখন জনমাসের ধবংসের স্মৃতি অমলিন যার কারণ বিদেশী আগ্রাসন । সেই আগ্রাসনের পথ ধরে এ বিচ্ছিন্নতাবোধ । After all, the film was about amorality, one of the strongest animal characteris (Richie-Page 230) । এই পাশবিকতার প্রতিনিধি দস্যু চরিত্রটি- সে কোন্ সমাজব্যবস্থার দান ? তার মধ্য অস্বাবাবিকতা কিছু নেই - - Moral values এর Conflict এ সে Evil পদবাচ্য । এক্ষেত্রে তার ভূমিকা Negative কিন্তু হত্যার পিছনে তার যে resons তাতে ফাঁক নেই । (জাপানের ওপর এ্যাটমবোমা ফেলবার যথেষ্ট reasons ছিল বইকি !) আবার গল্পের দিক দিয়ে দেখলে bandit চরিত্রটি সমস্ত চরিত্রগুলিকে খলে ফেলছে । এই সূত্রে নারী পুষে সম্পর্কটি এসে পড়ে যার ভিত্তিভূমি Passsion যা অবক্ষয়ের সময়ে মানুষের সমস্ত বোধ কে আচ্ছন্ন করে ফেলে । এবং তখন যে সঙ্কট তা অস্তিত্বেরই । দস্যু কর্তৃক লাঞ্ছিত হতেই স্ত্রী সামুরাই-এর কাছে অর্থহীন হয়েপড়ে । এটা নাগরিক সভতার একটা বিকার । এটি মানুষকে চরম একাকীত্বের মধ্য নিক্ষেপ করে । তার জন্যই মেয়েটি দস্যুর সঙ্গে চলে যেতে চায়নি কারণ পুষের Possesivenes যা সে সামুরাই এর ভিতর দেখেছে । এই অন্ধকার যেন ন াগরিক সভতার যা Akutagawa বহুবছর আগে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই জন্যই কি সামুরাই এর আত্মার অবস্থান অন্ধকারে ? এর্যন্ত বেরিয়ে আসছে - Passion-darkness — killling যা অতীতের যা এখনও মানুষের মধ্য বর্তমান - এটাকে কি কুরোসাওয়া Atomic Darkness বলবেন ? 'এই বিশ্বাসহীনতা অন্ধকার ও নৈরাশ্যের মধ্যে কাহিনীর শেষের শু । কাঠুরে হতাশ -(যদিও সে মেয়েটির ছুরিটি চুরি করেছে) পুরোহিত দুঃখিত -- ছিঁচকে চোর এসব আমল দেয় না গল্পগুলির Moral values তার কাছে হাস্যকর (Rashomon গল্পের ভূত্যের কথা আপনার মনে পড়বে) । এ একটা type একটা class জীবনের স্থূল দিকগুলির প্রতি এর অসত্তি । মনে কন তার ফল খাওয়াটা । শরীর সর্বস্বতার মূর্তিমান নিদর্শন ।

ছবি কিন্তু এখানেই শেষ নয় । একটি শিশুর কান্নার শব্দ । বলাবাহুল্য শিশুটি পীরত্যক্ত । এই নবজাতকের আবির্ভাব সমস্ত আবহাওয়া পাল্টেদিল । ছিঁচকে চোর ক্ষিপ্রহাতে শিশুর পোশাক চুরি করে নিল । পুরোহিত তাকে কোলে তুলে নিল । কাঠুরে তাকে নিয়ে নিল, বলল- তার ছটা সন্তান আছে আর একটা বাড়ল । পুরোহিত নিশ্চিন্ত -- তাহলে সব শেষ হয়ে যায়নি ।

--"You have, I think, restored my faith in Humanity".

এই Conclusion কিন্তু একেবারে কুরোসাওয়ার নিজস্ব । Akutagawa'র observation তার হাতে নতুন মাত্রা পেল । এ প্রসঙ্গে তার মন্তব্য ঃ-

"I wanted to return to the simple pictorial values of the silent picture- It is an attempt to bring back the lost beauty of the film" – (Rechie Page – 229).

এখানে নবজাত শিশুটি নতুন জীবনের প্রতীক । এতক্ষণ প্রদর্শিত ধর্ষণ- হত্যা- নৈরাশ্য-্ বচিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্যে এই আবির্ভাব সম্পূর্ণ নতুন, যেন বা খ্রীষ্টের পুনত্থান । মানুষের চরম বিপর্যয়ের ভিতর Negative element'র উদ্ভব হতে পারে কিন্তু তার এগিয়ে চলার পথ কিন্তু Positeve force সেটা হচ্ছে ম ানুষের প্রতি বিশ্বাস --ভালবাসা এবং ভবিষ্যতের সাম্ভাব্য উজ্জ্বলতায় বিশ্বাস । (যে গুলির বিদ্ধে স্মরণাতীত কাল থেকেই আগ্রাসী শক্তিগুলি অভিযান চালিয়ে আসছে

) অতীতে জাবনবিরোধী চিন্তা ধারা ছিল -- তাকে স্বীকার করার অর্থ হল বর্তমানকে ক্ষুণ্ণ করা, ভবিষ্যতকে অনিশ্চয়তার পথে এগিয়ে দেওয়া । তাই অন্ধকার ছিল একথা স্বীকার করে নিলেও -- একথা ভাবতে আনন্দ আছে যে, সেটাই সব নয় -- মানুষ তা অতিক্রম করবেই এবং মানবিকতার জয় হবেই । এখানে নবজাতকটি ত ারই প্রতীক । আবার তাকে Passions এর ফল বলতে পারে হয়ত সেই Passions যা একটি হত্যা ও একটি ধর্ষণ সংগঠিত করেছিল । সেই dark Passions এর ভয়াবহতা এর মধ নেই বরং Passion, Killing এগুলির বিপরীতেই শিশুটির জন্ম । যা "It is compassion which, in a way rights all wrongs ; amid a chaos of relative values it is only absolute'-

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com